পাক্ষিক

আহমদী

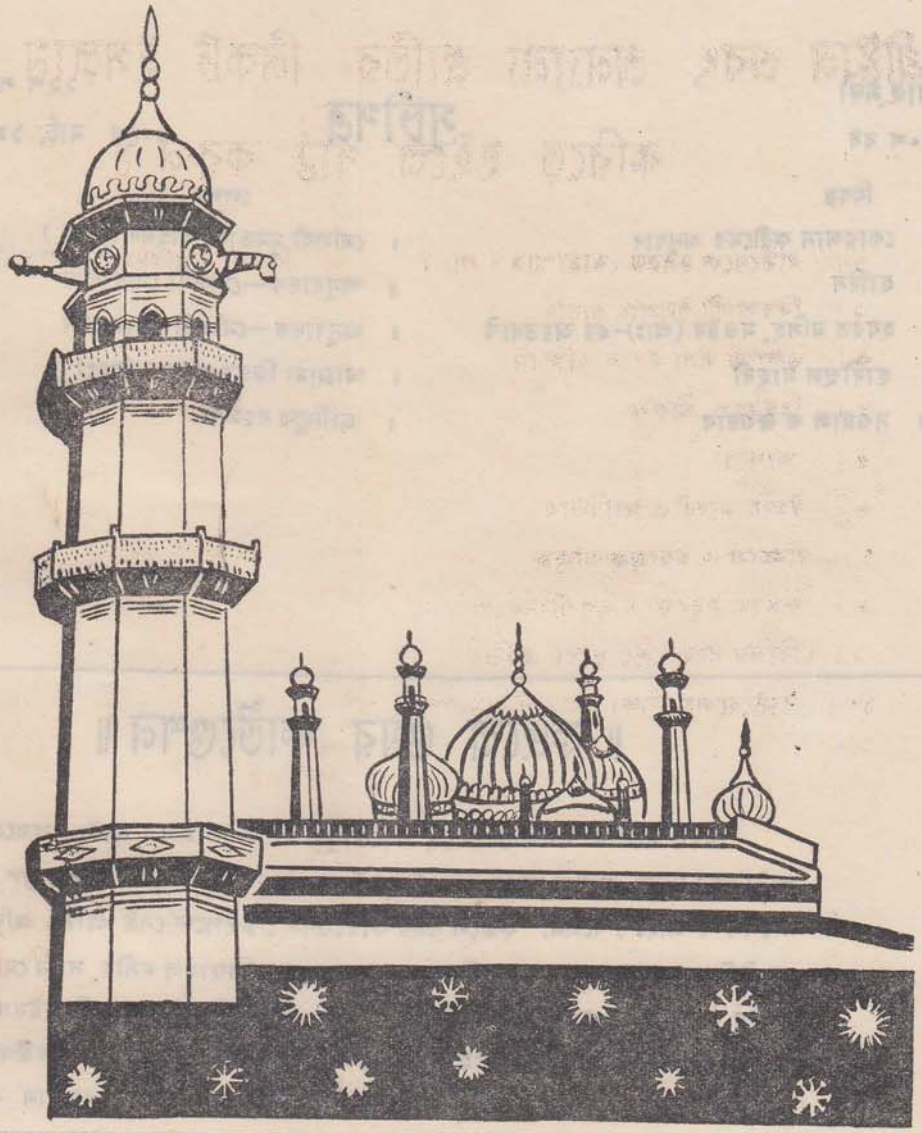

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা   ২২শ সংখ্যা   বার্ষিক চাঁদা

পাক-ভারত—৫ টাকা   ৩০শে মার্চ, ১৯৬৭   অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

২২শ সংখ্যা
৩০শে মার্চ, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ৩৬৩
॥ হাদিস	॥ অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ৩৬৪
॥ হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ৩৬৫
॥ হাদীসুল মাহ্‌দী	॥ আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	॥ ৩৬৬
॥ সওয়াল ও জওয়াব	॥ আনিছুর রহমান	॥ ৩৭৪

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ—হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সানি মোসলেহ্‌ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌ তায়ালা হযরত মোসলেহ্‌ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২০শ বর্ষ : ৩০শে মার্চ : ১৯৬৭ সন : ২২শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ আনফাল

৯ম রুকু

৬৬ ॥ হে নবী ! তুমি মুমিনগণকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণা দান কর। যদি তোমাদের মধ্য হইতে কুড়িজন লোক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে তবে তাহারা দুইশত জন কাফিরের উপর বিজয়ী হইবে। এবং যদি তোমাদের মধ্য হইতে একশত লোক থাকে তাহারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী

হইতে পারিবে। কারণ তাহারা নির্বোধের দল।

৬৭ ॥ এখন আল্লাহ্ তোমাদের দায়িত্বকে লঘু করিয়া দিলেন এবং তিনি জানিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রহিয়াছে। যদি তোমাদের এক শত জন দৃঢ়চিত্ত থাকে, তবে দুইশত লোকের উপর বিজয়ী হইতে পারিবে। এবং যদি এক হাজার থাকে তবে দুই হাজারকে জয় করিতে পারিবে আল্লাহ্‌র আদেশে এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গী।

৬৮ ॥ কোন নবীর পক্ষে ইহা সমীচীন নহে যে, প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত লোককে বন্দী করে। তোমরা পার্থিব সম্পদ চাহিতেছ এবং আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) পরকাল চাহিতেছেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।

৬৯ ॥ যদি পূর্ব হইতে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত লিপি না থাকিত তবে তোমরা যাহা অবলম্বন করিয়াছিলে তাহাতে তোমাদের প্রতি ভীষণ শাস্তি আগমণ করিত।

৭০ ॥ অতএব তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে যে সম্পদ লাভ করিয়াছ তাহা ভক্ষণ কর যেহেতু উহা (তোমাদের জন্য) ধৈর্য ও উত্তম। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(ক্রমশঃ)

★

॥ হাদিস ॥

ইহকাল এবং পরকাল

১॥ মোস্তাওরাদ বিন শাদ্দাদ বর্ণনা করিয়াছেন—আমি রসূলুল্লাহ্‌কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লার কসম পর জগতের সহিত ইহ জগতের তুলনা ইহা ব্যতিরেকে কি যে, তোমাদের মধ্যে কেহ তাহার অঙ্গুলি সাগরের মধ্যে ডুবাইয়া পরে উহা তুলিয়া দেখুক যে, উহার সহিত কি ফিরিয়া আসে। (মোসলেম)।

* * *

২॥ আবু হোরায়রা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেন : টাকা পয়সা এবং বেশ-ভূষার অধিপতি ধ্বংশ হইয়াছে। [illegible] সন্তুষ্ট হয় এবং না দিলে সে অসন্তুষ্ট, দুঃখিত ও শোচনীয় বোধ করে এবং কোন আঘাত খাইলে সে ভুলে না। সেই ব্যক্তি সুখী যে আল্লার রাস্তায় ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থাকে। তাহার মাথার চুল এলোমেলো এবং পদ যুগল ধুলি ধুসরিত। যদি সে পাহারায় নিযুক্ত হয়, তবে সে পাহারায় নিযুক্ত থাকে এবং যদি সে পানির তত্বাবধানে নিযুক্ত হয়, তবে সে পানির তত্বাবধানে থাকে। যদি সে অনুমতি চায় তাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং সুপারিশ করিলে সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না। (তবুও সে সন্তুষ্ট থাকে)। (বুখারী)

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃতবাণী

॥ আহ্‌মদী ॥

বর্ণিত হইয়াছে যে, কেহ কেহ আপত্তি করে, মীর্যা সাহেব আপন জামাতের এক পৃথক নাম আহ্‌মদী কেন রাখিয়াছেন?

তিনি উত্তর দেনঃ নাম "এই তো কেবল পরিচয়ের জন্য দেওয়া হইয়াছে; যেরূপ মুসলমানদের মধ্যে অনেক ফেরকা আছে। কেহ নিজেকে হানাফী বলে, কেহ শাফেয়ী, কেহ আহলে হাদীস ইত্যাদি। যেহেতু বর্তমান সময়ে আঁ-হযরত (সাঃ) এর জামালী নাম আহমদের প্রকাশ হইতেছে সেইজন্য এই জামাতের নাম আহ্‌মদী রাখা হইয়াছে এবং এই নাম বর্তমান যুগের ও এই জামাতের জন্য নির্ধারিত ছিল। যদিও ইহার পূর্বে কোন কোন ব্যক্তি, যাঁহারা জামাতের ইমাম হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম আহ্‌মদ ছিল, কিন্তু কখনো খোদাতা'য়ালা কোন জামাতের নাম আহ্‌মদী রাখিতে দেন নাই। যেমন আহ্‌মদ বিন হাম্বল ইমাম ছিলেন। তাঁহার জামাতকে হাম্বলী বলা হয়। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ছিলেন; তাঁহার জামাতকে মোজাহেদী জামাত বলা হয়। আলিগড়ে সৈয়দ আহ্‌মদ ছিলেন; তাঁহার মতানুসারীগণকে নেচারী বলা হয়। এইভাবে আরও অনেকেই হইয়াছেন; কিন্তু কাহারও জামাতের নাম আহ্‌মদী হয় নাই।

বদর পত্রিকা তৃতীয় খণ্ড ৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) (মলফুজাত দশম খণ্ড ৩য় পৃষ্ঠা)]

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

* * *

॥ হাদিস ॥

[পূর্ব পৃষ্ঠার পর]

৩॥ আমর বিন আওফ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লার রসুল বলিয়াছেনঃ আল্লার কসম আমি তোমাদের দারিদ্রের জন্য ভয় করি না, কিন্তু আমি ভয় করি পাছে এই পৃথিবীকে তোমাদের সম্মুখে সেইরূপ বিস্তৃত করা হয়, যেভাবে তোমাদের পূর্ব-বর্তীগণের সম্মুখে করা হইয়াছিল; যেভাবে পূর্ববর্তীগণ ইহার লালসায় পড়িয়াছিল, তোমরা সেইরূপ লালসায় পড় এবং যেভাবে ইহা তাহাদিগকে ধ্বংশ করিয়াছিল সেইভাবে তোমাদিগকেও ধ্বংস করে।

(বুখারী ও মোসলেম)

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

★

॥ হাদীসুল মাহদী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় ভাগ

উপক্রমণিকা

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব তাঁহার কাদিয়ানিরদ পুস্তকের ১ম ও ২য় ভাগে হযরত ইমাম মাহদী মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবী খণ্ডন করিতে যাইয়া পরস্পর বিরোধী যে-সমস্ত কথা-বার্ত্তার অবতারণা করিয়াছেন এবং রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদীসের যেরূপ হাস্যকর বিকৃত অর্থ করিয়া বোকা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা পাঠক দেখিয়া আসিয়াছেন।

'কাদিয়ানী রদ' পুস্তকের ৩য় ভাগ আরম্ভ করিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব প্রথমে হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধীয় প্রমাণগুলি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ইসা (আঃ) সশরীরে আসমানে জীবিত আছেন বলিয়া যখন মৌলানা সাহেব বিশ্বাস করেন, তখন তাঁহার পক্ষে উচিৎ ছিল, প্রথমে হযরত ইসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমানে জীবিত প্রমাণ করা; তাহা না করিয়া তিনি মৃত্যুর প্রমাণগুলি খণ্ডন করিতে উদ্যত হইলেন কেন, ইহা পাঠক বুঝিয়া দেখিবেন। আমরা বলিতে চাই, হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে কোরান শরীফে কোন কথা না থাকিলেও আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইত যে, ইসা (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন। এই দুনিয়াতে কত লোক জন্মিয়াছে, মরিয়া গিয়াছে, কত নবী, কত রসুল, কত অলি, কত দরবেশ, এই পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন আর গিয়াছেন, কোরান শরীফে তো সকলের মৃত্যুর উল্লেখ নাই; এবং উল্লেখ নাই বলিয়া তো আমরা কাহাকেও জীবিত মনে করিতেছি না; হয়ত মুসা (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন—এই কথা ত কোরানে উল্লেখ নাই; কিন্তু উল্লেখ নাই বলিয়া ত কেহই হযরত মুসা (আঃ)-কে জীবিত মনে করেন না, মৌলানা সাহেবগণও করেন না। সুতরাং ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কথা কোরানে যদি উল্লেখ না থাকিত তবু ন্যায়তঃ আমরা ইসা (অঃ)-কে মরিয়া গিয়াছেন বলিয়াই বিশ্বাস করিতে বাধ্য ছিলাম। অতএব ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর প্রমাণগুলি খণ্ডন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের কোনই কাজে আসিতে পারে না। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের ত দেখান উচিৎ ছিল যে, হযরত ইসা (আঃ) এখন পর্যন্ত সশরীরে আসমানে উঠিয়া গিয়া জীবিত আছেন। এত বড় একটা অসাধারণ কথা তিনি কোথায় পাইলেন,—আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন, না আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেন? তাহা না করিয়া তিনি ইসা (অঃ)-এর মৃত্যুর প্রমাণগুলি খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিলেন কেন? আবার ইহা ছাড়িয়া দিয়া হঠাৎ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন, এবং মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর উপর অযথা কতকগুলি অপবাদ ও অন্যায় আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি কেন ইসা (আঃ)-এর জীবিত থাকার প্রমাণ দিবার বেলায় এরূপ পাশ কাটাইয়া চলিতেছেন তাহা পাঠকের

বিচারের উপর ন্যস্ত করিলাম। যাহা হউক, আমি এখন হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণ করিব এবং পরে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের অন্যায় আপত্তিগুলির যথা-বিহিত উত্তর দিয়া প্রকৃত কথা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিব, ইনশাল্লাহ্।

হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু

হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর প্রথম প্রমাণ

يعيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة ○ (العمران)

"হে ইসা। নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যু দিব এবং আমার দিকে তোমাকে উঠাইব, এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহাদিগকে, যাহারা কুফর করিবে তাহাদের উপরে কেয়ামত পর্যন্ত প্রবল রাখিব।"

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন এই আয়াতে হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে যে চারিটি কথা বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আল্লাহ্‌র দিকে উঠা, তাঁহার পবিত্রতা প্রতিপন্ন হওয়া, তাঁহার অনুসরণকারীদের কাফেরদের উপর জয়লাভ করা, এই তিনটি বিষয় যে পূর্ণ হইয়াছে তাহাতে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবও মতভেদ করেন না। তিনি কেবল এই আয়াতে উল্লিখিত চারিটি ওয়াদার সর্বপ্রথম ওয়াদাটি - অর্থাৎ মুতাওয়াফ্‌ফীকা' সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন, এবং এসম্বন্ধে তিনি ভিন্ন রকমের কথা বলিয়াছেন। আমি একে একে তাঁহার সবগুলি কথাই উল্লেখ করিতেছি -

তিনি মুতাওয়াফ্‌ফীকা শব্দের নিম্নলিখিত অর্থগুলি বিভিন্ন তফসীর হইতে পেশ করিয়াছেন ঃ -

১। "ফিরাইয়া লইব" (মৌলানা আবদুল কাদের সাহেব)

میں تجھکو پھیر لونگا

২। "গ্রহণ করিব" (শাহ রফিউদ্দিন সাহেব)

میں تجھکو لینے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں

৩। "এই জাহান হইতে গ্রহণ করিব" (শাহ অলিউল্লাহ)

گفت خدای عیسی هرآینه من بر گیرنده

توام ازین جهان

৪। 'আয়ুকাল পূর্ণ করিব" (বরজবী)

اى متوفى اجلك

৫। "তোমাকে মারিয়া ফেলিব" (আবু দাউদ)

وقيل مميتك

৬। "তোমাকে মারিয়া ফেলিব" (তফছীরে কবীর)

متمم عمرك فحينئذ اتوفاك

৭। "ওফাতের অর্থ নিদ্রা" (ইব্‌নে জরীর হইতে)

عن الربيع فى قوله انى متوفيك قال

يعنى وفاة المنام

৮। "তোমাকে মারিয়া ফেলিব" (ইব্‌নে জরীর)

متوفيك بعد انزالك

৯। "তোমাকে মারিয়া ফেলিব।" (কাতাদা হইতে ইবনে কাছির)।

ومتوفيك يعنى بعد ذالك

১০। "তোমাকে মারিয়া ফেলিব।" (ফাররা হইতে রুহুল বয়ান)।

ومتوفيك بعد انزالك

১১। "তাঁহাকে মারিয়া রখিয়াছিলেন।" (ওহাব ইবনে মোনাব্বাহ হইতে ইবনে জরীর)

توفى الله ثلث ساعات

১২। "তাঁহাকে মারিয়া রাখিয়া ছিলেন" (দুররুল-মনছুর)।

توفى الله ثلث ساعات

পাঠক দেখিতে পাইলেন মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব যে ১২টি রেফারেন্স পেশ করিয়াছেন তাহার

প্রত্যেকটিতেই 'মুতাওয়াফ্‌ফীকা' অর্থ মৃত্যু স্বীকার করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাইয়া লওয়া, এই পৃথিবীর দিকে লইয়া যাওয়া, আল্লাহ্‌র কবজ করা আয়ুকাল পূর্ণ কবজ করা, ইত্যাদি সবগুলি কথাই মৃত্যুর জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার "মুতাওয়াফ্‌ফীকা অর্থ" মৃত্যু স্বীকার করিয়া নিদ্রার মৃত্যু বলিতেছেন। আবার কেহ কেহ 'মুতাওয়াফ্‌ফীকা' অর্থ মৃত্যু স্বীকার করিয়াও নিজের ব্যক্তিগত মত বলিতেছেন, মৃত্যুর পরে হইবে'। তিন ঘণ্টার জন্য মৃত্যু দিয়াছিলেন', এমনও কেহ কেহ বলিতেছেন।

অতএব, মুতাওয়াফ্‌ফীকা শব্দের অর্থ যে, "তোমাকে মৃত্যু দিব" ইহাতে সকল লোকই একমত, দ্বিমত করিবার কোন উপায় নাই। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলেই মুতাওয়াফ্‌ফীকা অর্থ 'তোমাকে মৃত্যু দিব' করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন এই প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, এই মৃত্যু হইয়া গিয়াছে, না পরে হইবে, না নিদ্রার মৃত্যু হইয়াছিল, না কয়েক ঘণ্টার জন্য মৃত্যু হইয়াছিল এবং পরে আবার জীবিত হইয়াছেন?

আমরা বলিতে চাই, আল্লাহ্‌তালা যখন এই আয়াতের ঘটনাগুলির বর্ণনায় মৃত্যুর কথাই সকলের প্রথম বলিয়াছেন, তখন ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু আয়াতে উল্লিখিত ঘটনাবলির পূর্ব্বেই যে হইয়াছে তাহাই প্রমাণিত হয়, এবং এজন্যই বড় বড় মোহাক্কেকীন ইসা (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমরা পরে আরও উল্লেখ করিব। কিন্তু ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু পরে হইবে ধরিয়া লইলে বলিতে হয় আল্লাহ্‌তালা এই আয়াতের ঘটনাগুলিকে উলট-পালট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আরবী ভাষার 'বালাগত' শাস্ত্রে যাহাদের সামান্য জ্ঞানও আছে তাহারা জানেন যে, কোন অপরিহার্য কারণ ব্যতিরেকে উলট-পালট করিয়া ঘটনা বর্ণনা করা নিতান্তই দোষণীয়; আল্লার কালামে এরূপ হওয়া ত দূরের কথা, কোন ভাল সাহিত্যিকের কালামেও এরূপ দৃষ্টি গোচর হয় না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তালা 'মুতাওয়াফ্‌ফীকা' শব্দটিকে কেন সকলের প্রথম বর্ণনা করিলেন ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ মৌলানা সাহেব বা কোন ব্যাখ্যাকারী দেখাইতে পারেন নাই। কাজেই এই কথা স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই যে, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে সকলের প্রথমেই হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু হইবে বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্‌-তালা সকলের প্রথম মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তফছীর রুহুল বয়ান, ১ম খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:-

الكلام على حاله من غير ادعاء تقديم و تاخير
و فيه كما قال في الكشاف مستوفي اجلك و معناه
انى عاصمك من ان يقتلك الكفار و مؤخرك
الى اجل كتبته لك و مميتك حتف انفك لا قتلا
بايديهم *

"এই কালামের মধ্যে (আলোচ্য আয়াতের মধ্যে) কোন 'তকদীম-তাখীর' অর্থাৎ উলট-পালট নাই; ইহার অর্থ—যেমন 'কাশ্‌ফে বর্ণিত হইয়াছে—তোমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ করিব। এই কথার মর্ম এই যে, তোমাকে কাফেরদের হাত হইতে রক্ষা করিব, তোমার নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পূর্ণ করিয়া তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করিব, কাফেরদের হাতে মরিতে দিব না।"

অতএব, আলোচ্য আয়াতে কোন উলট-পালট নাই। হযরত ইব্‌নে আব্বাসও এই আয়াতে উলট-পালট হইয়াছে বলিয়া বলেন নাই, তিনি শুধু মুতাওয়াফ্‌ফীকা অর্থ 'মুমীতুকা', অর্থাৎ আমি তোমাকে মৃত্যু দিব করিয়াছেন। এই মৃত্যু পরে দিবেন, একথা ব্যাখ্যা-কারকের ভুল মত, ইবনে আব্বাছের নয়। (বুখারী দ্রষ্টব্য)।

এতদ্ব্যতীত নিদ্রার মৃত্যুরও এখানে কোন কারণ নাই। আর কয়েক ঘণ্টার জন্য মরিয়াছিলেন ইহাও ইস্‌লামের শিক্ষার বিরোধী। একবার মরিয়া গিয়া মানুষের আত্মা আর জড় দেহে ফিরিয়া আসে না।

حرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون (انبياء)

সুতরাং আলোচ্য আয়াত দ্বারাও অতি পরিষ্কার-ভাবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু হইয়া গিয়াছে তাঁহার উত্থিত হইবার, পবিত্রতা প্রতিপন্ন হইবার ও শিষ্যগণের প্রবল হইবার পূর্বেই।

"তাওয়াফ্‌কী" শব্দটির অর্থ মৃত্যু ছাড়া অন্য অর্থও হইতে পারে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, যথা ঃ—

توفى كل نفس - فيوفيهم اجورهم - انما
توفون اجورهم *

এই তিনটি আয়াতে যথাক্রমে 'তুওয়াফ্‌ফা', 'ইওয়াফ্‌ফী', 'তুওয়াফ্‌ফাওনা' ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মৌলানা সাহেব আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন ঃ—

ارفانى فلان دراهمى وتوفيتها

"অমুক ব্যক্তি আমার টাকাগুলি আমাকে প্রদান করিয়াছে এবং আমিও উহা গ্রহণ করিয়াছি।"

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে মৌলানা সাহেব আবার তাঁহার জ্ঞানের করুণ দীনতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কোরান শরীফে উল্লিখিত উপরোক্ত তিন শব্দই 'বাবে' تفعل এর توفى শব্দ হইতে উৎপাদিত নয়, বরং 'বাবে' تفعيل এর توفية শব্দ হইতে উৎপাদিত। আর আরবী ভাষার প্রথম শিক্ষার্থী ছেলেরাও জানে যে, আরবী ভাষায় একই ধাতুর বিভিন্ন 'বাবে' ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়। যেমন 'তকবীর' ও তাকাব্বুর' একই ধাতুর শব্দ হইলেও অর্থে আকাশ-পাতাল বৈষম্য হইয়া পড়িয়াছে। তদ্রূপ কর্তা ও কর্ম্মের প্রকার ভেদেও ক্রিয়ার অর্থ ভেদ হইয়া থাকে। আরবী ভাষার অভিধান 'তাজুল উরুছ' 'লেছানুল আরব', 'কামুছ' ইত্যাদি অভিধানে লিখিত আছে ঃ—

توفاه الله قبض روحه

"আল্লাহ্‌ তওয়াফ্‌ফী দিয়াছেন অর্থ—রুহ কবজ করিয়াছেন।"

توفى الله فلانا اى قبض روحه

অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাওয়াফ্‌ফী দিয়াছেন, অর্থাৎ রুহ কবজ করিয়াছেন।

توفى حقه اى اخذه وافيا

"সে তাহার হক পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে।"

হযরত মসিহে মাওউদ, (আঃ) সমস্ত জগদ্বাসীকে এই চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন যে, কেহ যদি 'বাবে' تفعل এর توفى শব্দের যেখানে আল্লাহতা'লা কর্তা ও প্রাণীবাচক বিশেষ্য কর্ম্ম, এরূপ স্থলে 'রুহ-কবজ করা' ছাড়া অন্য অর্থে ব্যবহার হইয়াছে দেখাইতে পারেন তবে তাহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহই এই পুরস্কার গ্রহণ করিবার দাবী করিতেও সাহস করে নাই।

অতএব, মৌলানা সাহেবের পেশ করা এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারাও আলোচ্য আয়াতে 'তাওয়াফ্‌ফী' শব্দের অন্য অর্থ প্রমাণ হয় না। সুতরাং আলোচ্য আয়াত দ্বারাও ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু অতি পরিষ্কার ভাবেই প্রমাণিত হয়।

ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রমাণ

ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل
افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم (سورة
ال عمران)

"মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল ব্যতীত আর কিছুই নহেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্তী রসুলগণ মরিয়া গিয়াছেন

অতএব তিনিও যদি মরিয়া যান, কিংবা নিহত হন, তোমরা কি ফিরিয়া যাইবে?" এই আয়াতে অতি পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এর পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণ মরিয়া গিগাছেন।

কেহ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই আয়াতে 'খালাত' শব্দ আসিয়াছে। 'খালাত' অর্থ 'গত হইয়াছে,' মরিয়াছে নয়। আমরা বলি, 'খালাত' অর্থ গত হইয়াছে সত্য হইলেও, এখানে গত হইয়াছে বলিতে 'মরিয়া গিয়াছে' বুঝায়। এখানে-ত এই 'খালাত' শব্দটির পরবর্ত্তী

افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم

"তিনিও যদি মরিয়া যান, কিংবা নিহত হন, তোমরা কি ফিরিয়া যাইবে" কথা দ্বারা ইহাই পতিপন্ন হয় যে, এখানে 'খালাত' শব্দের অর্থ 'মরিয়া গিয়াছেন" ছাড়া আর কোনই অর্থ হইতে পারে না। কারণ এই আয়াতে রসুল করীম (সাঃ)-এর মৃত্যুর সম্ভাবনা বর্ণনা করা হইয়াছে, পূর্ববর্ত্তী রসুলগণ যে মরিয়া গিয়াছেন এই কথাকে ভিত্তি করিয়া। এই জন্যই আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ)ও এই আয়াত পাঠ করিয়া রসুল করীম (সাঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণ করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তৃত ঘটনা বুখারী শরীফ হইতে নিম্নে উল্লেখ করিতেছি ঃ—

عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وابوبكر بالعالية فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وقال عمر ما كان يقع فى نفسى الا ذاك وليبعثنه الله فليقطعن ايدى رجال وارجلهم فجاء ابوبكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله بابى انت وامى طبت حيا وميتا والذى نفسى بيده لا يذيقك الله موتتين ثم خرج فقال ايها الحالف على رسلك

فلما تكلم ابوبكر جلس عمر فحمد الله ابوبكر واثنى عليه وقال الا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت وقال انك ميت وانهم ميتون وقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم *

"হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ওফাত হইয়াছিল, যখন আবুবকর 'আলিয়া' নামক স্থানে ছিলেন। হযরত উমর দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, 'আল্লাহ্‌র কছম রসুল করীম (সাঃ) মরেন নাই।' হযরত উমর বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্‌র কছম আমার মনে এই বিশ্বাসই ছিল এবং আল্লাহ্‌তা'লা হযরতকে আবার উঠাইবেন, এবং তিনি কতকগুলি লোকের হাত-পা কাটিবেন।' তখন হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) আসিলেন; হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর চেহরা উন্মুক্ত করিয়া চুম্বন করিলেন ও বলিলেন. 'আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গিত হউক, জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতে আপনি পবিত্র, যে আল্লাহ্‌র হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লাহ্‌র কছম, তিনি আপনাকে দুইবার মৃত্যু দিবেন না।' অতঃপর তিনি বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন, 'হে শপথকারী, থাম।' যখন হযরত আবুবকর বলিতে আরম্ভ করিলেন তখন হযরত উমর বসিয়া পড়িলেন। হবরত আবুবকর (রাঃ) প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসাদি করিয়া বলিলেন, 'দেখ, যে ব্যক্তি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পূজা করিত সে জানিয়া রাখুক, মোহাম্মাদ (সাঃ) মরিয়া গিয়াছেন, আর যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পূজা করে সেও জানিয়া রাখুক, আল্লাহ্‌তা'লা চিরজীবিত, তিনি কখনও মরেন না'; এবং

তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন—'তুমি মরণশীল এবং তাহারাও মরণশীল'; আর এই আয়াতও পাঠ করিলেন—'মোহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসুল ব্যতিরেকে আর কিছুই নহেন; তাঁর পূর্ববর্তী রসুলগণ মরিয়া গিয়াছেন; তিনিও যদি মরিয়া যান, কিংবা নিহত হন, তোমরা কি ফিরিয়া যাইবে?"

হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর এই কথাগুলি হযরত উমর (রাঃ) এবং অন্যান্য সমস্ত ছাহাবিগণ বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইলেন।

সুতরাং হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা এবং বিনা প্রতিবাদে সমস্ত ছাহাবীদের মানিয়া লওয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হযরতের পূর্ববর্ত্তী রসুলগণের কোন একজনও যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর এই আয়াত পেশ করিয়া দলিল দেওয়া ঠিক হইত না, এবং হযরত উমরও অন্যান্য ছাহাবিগণ বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইতেন না, বরং বলিতে পারিতেন, কেন হযরত ইসা (আঃ) ত জীবিত আছেন! কিন্তু কেহই এরূপ বলেন নাই। ইহাতে অতি পরিষ্কার ভাবেই প্রমাণ হয় যে, রসুল করীম (সাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে কেহই এই বিশ্বাস রাখিতেন না যে, হযরত ইসা (আঃ) এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা অতি পরিষ্কারভাবেই হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু অকাট্য ভাবে প্রমাণ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ করিবার সুবিধা নাই।

হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর তৃতীয় প্রমাণ

و اذ قال الله يعيسى ابن مريم أ انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي و لا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب - ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي و ربكم و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم و انت على كل شيء شهيد *

"এবং যখন আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছিলেন, হে ইসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়া দিয়াছ, 'তোমাকে এবং তোমার মাতাকে আল্লাহ্‌র স্থলে গ্রহণ করিতে?' তিনি বলিলেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি; ইহা হইতে পারে না যে, আমি এমন কথা বলিব যাহা বলিবার আমার অধিকার নাই; আমি যদি বলিয়া থাকিতাম তাহা হইলে তুমি তাহা জানিতে। আমার অন্তরের কথা তুমি জান, তোমার অন্তরের কথা আমি জানি না। তুমি সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, তুমি যাহা আদেশ দিয়াছ তাহা ছাড়া আমি তাহাদিগকে আর কিছুই বলি নাই। তাহা এই যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করিবে, যিনি আমার এবং তোমাদের প্রভু; আমি তাহাদের পর্যাবেক্ষণ করিয়াছি, যত দিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর, তুমি যখন আমার মৃত্যু দিয়াছ, তুমিই তাহাদের নেগাহ্‌বানী করিয়াছ, তুমিই তাহাদের সাক্ষ্য।" এই আয়াতে অতি পরিষ্কারভাবেই হযরত ইসা (আঃ) বলিতেছেন, তাঁহার মৃত্যুর পরই তাঁহার উম্মতের আকীদা নষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু হযরত ইসা (আঃ) যদি এখনও জীবিত থাকিয়া থাকেন, এবং কেয়ামতের পূর্বে আবার আসিয়া খ্রীষ্টানদের অবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে মোসলমান করিয়া যান তাহা হইলে আল্লাহ্‌র হুজুরে উপরোক্ত এই কৈফিয়ত দেওয়া মিথ্যা হইবে যে, আমার মৃত্যুর পর আমার উম্মতের আকীদা নষ্ট হইয়াছে।'

সুতরাং এই আয়াত দ্বারা অতি পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে, খ্রীষ্টানদের আকীদা নষ্ট হইবার পূর্বেই হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু হইয়াছে।

এই আয়াতের 'তাওয়াফ্‌ফাইতানী' শব্দের অর্থ নিয়াও কোন কোন মৌলানা সাহেব গণ্ডগোল করিবার

চেষ্টা করেন। তাহারা বলিতে চান, "তাওফ ফায়তানী অর্থ মৃত্যু নয়। ১নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি বুঝাইয়া আসিয়াছি যে, 'তাওয়াফ্‌ফী' শব্দ হইতে উৎপাদিত কোন ক্রিয়ার যদি আল্লাহ কর্তা ও প্রাণীবাচক বিশেষ্য কর্ম হয় তাহা হইলে রুহ কবজ কর।' ছাড়া অন্য অর্থ হয় না। আজ পর্য্যন্ত কেহ দেখাইতে পারে নাই এবং পারিবেও না। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে-ত এসম্বন্ধে কোনরূপ তর্ক উঠাইবার কাহারও অধিকারই নাই। স্বয়ং আঁ-হযরত (সাঃ) এই আয়াতের অর্থ করিয়া দিয়াছেন।

বুখারী শরীফের এক হাদীস আমি ইতিপূর্বে বয়ান করিয়া আসিয়াছি। তাহার মর্ম্ম এই যে, যখন কেয়ামতের দিন হযরত (সাঃ) তাঁহার কতিপয় ছাহাবীকে গেরেফতার অবস্থায় দেখিতে পাইবেন, তখন বলিবেন, এরা যে আমার 'আছহাব'। তখন আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বলা হইবে, 'তোমার পরে ইহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তখন হযরত বলিলেন,

فأقول كما قال العبد الصالح عيسى ابن مريم

فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم ۝

"আল্লাহর নেক বান্দা ইছা ইবনে মরিয়ম যেমন বলিয়াছিলেন আমিও তেমনি বলিব, (হে আল্লাহ,) 'তুমি যখন আমার মৃত্যু দিয়াছিলে তখন হইতে তুমিই তাহাদের নেগাহবান ছিলে" অর্থাৎ তখন হইতেই আর আমি কিছুই জানি না।

এই হাদীসে 'আমিও বলিব যাহা হযরত ইসা (আঃ) বলিয়াছেন' এই কথা বলিয়া হযরত রসুলে করীম (সাঃ) 'ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফাইতানী' বাক্যটির প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতএব আলোচ্য আয়াতে যে তাওয়াফ্‌ফী শব্দ হযরত ইসা (আঃ)-এর জন্য সেই অর্থেই বলা হইয়াছে যে-অর্থে আঁ-হযরত (সাঃ)ও নিজের জন্য বলিবেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এই বাক্যটিদ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, মৃত্যুর পরেই উম্মত নষ্ট হইয়াছে।

এই আয়াতের ভিন্নরূপ অর্থ করিবার জন্য মৌলানা সাহেব যেরূপ হাস্যকর চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও উপভোগ্য বটে। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) যখন স্বয়ং এই আয়াতের অর্থ করিয়াছেন তখন আর কাহারও অর্থ শ্রবণযোগ্য নয়। এতদ্ব্যতীত তাওয়াফ্‌-ফাইতানীর অর্থ মৃত্যু স্বীকার করিয়া ইসা (আঃ) যে এই কথা কেয়ামতের দিন বলিবেন ইহা বুঝাইবার জন্য মৌলানা সাহেব পণ্ডশ্রম করিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, কেয়ামতের দিন বলিলেও ইসা (আঃ) যে এখন জীবিত নাই এই কথাই প্রমাণ হয়। কেয়ামতের দিন-ত তিনি আর মিথ্যা বলিতে পারেন না যে, "আমার উম্মত নষ্ট হইয়াছিল আমার মৃত্যু পর।"

হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর চতুর্থ প্রমাণ

واوصاني بالصلوة والزكوة ما دمت حيا -

(مريم)

[হযরত ইসা (আঃ) বলিতেছেন] "আল্লাহ্‌ আমাকে আদেশ করিয়াছেন যত দিন জীবিত থাকি তত দিন নামাজ পড়িতে এবং জাকাত দিতে।"

এই আয়াত দ্বারা অতি পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে যত দিন জীবিত রাখেন এই রকম জায়গাতেই জীবিত রাখিবেন বলিয়া ওয়াদা করিতেছেন যেখানে জাকাতের আদান প্রদান সম্ভব হইয়া থাকে। আসমানে যেহেতু জাকাতের আদান-প্রদানের কোন সম্ভাবনা নাই — অর্থ উপার্জ্জন, সঞ্চয় এবং মিছকিন সেখানে নাই, আল্লাহ্‌তা'লাও তাঁহাকে সেখানে রাখেন নাই।

অতএব আলোচ্য আয়াত দ্বারাও ইহাই অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তিনি যত দিন জীবিত

ছিলেন পৃথিবীতেই ছিলেন, এবং জাকাত দিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরই তাঁহার জাকাত দান বন্ধ হইয়াছে।

ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পঞ্চম প্রমাণ

الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا و
هم يخلقون اموات غير احياء و لا يشعرون ○

"যাহাদিগকে লোকে আল্লাহ্‌র স্থলে আহ্বান করে তাহারা কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহাদিগকেই সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, তাহারা মৃত, জীবিত নয় এবং তাহারা বলিতে পারে না কখন তাহাদের পুনরুত্থান হইবে।"

এই আয়াতে আল্লাহ্‌তালা অতি পরিস্কারভাবেই বলিয়া দিলেন, যে সমস্ত লোককে লোকে আল্লাহ্‌ মনে করিয়া থাকে তাহারা আল্লাহ্‌ নয়। ইহার এক প্রমাণ যে, তাহারা সকলেই মরিয়া গিয়াছে।

খ্রীষ্টানগণ ইসা (আঃ)-কে 'আল্লাহ্‌' মনে করিয়া থাকে।

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن
مريم - (مائده)

"নিশ্চয় ঐসমস্ত লোকে কুফ্‌র করিয়াছে, যাহারা মসিহ ইবনে মরিয়মকে আল্লাহ্‌ বলিয়াছে।"

অতএব মসিহ ইবনে মরিয়ম যে মরিয়া গিয়াছেন ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ইসা (আঃ) এর মৃত্যুর ষষ্ঠ প্রমাণ

لو كان موسى و عيسى حيين لما وسعهما الا اتباعى

"মুসা ও ইসা যদি জীবিত থাকিতেন, আমার অনুগত হওয়া ছাড়া তাহাদের উপায় ছিল না।" (সরহে মোওয়াহ্‌ হেবুল্লুদন্নিয়া, ২য় খণ্ড, ৭৬ পৃঃ), (আলইয়াওয়াকীত-ওয়াল জাওয়াহের, ২য় খণ্ড, ২৪ পৃঃ), (তফছীর ইবনে কছীর, ২য় খণ্ড ২৪৩)। মাদারেজুছ্‌-ছালেকীন কিতাবের ২য় খণ্ডে ৩১৩ পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনে কাইয়্যেম লিখিয়াছেন:—

لو كان موسى و عيسى فى حياتهما لكان من اتباعه -

"মুসা এবং ইসা যদি জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই হযরতের অনুগত হইতেন।"

(ক্রমশঃ)

★

॥ সওয়াল ও জওয়াব ॥

আনিছুর রহমান

ছাত্র, জামেয়া আহ্‌মদীয়া, রাবওয়া

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫৬। প্রশ্নঃ উম্মতে মোহাম্মদিয়ার মোজাদ্দেদ-গণের নাম কি ?

উত্তর—১ম শতাব্দী হিজরী—হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ

২য় " " হযরত ইমাম শাফী ও আহমেদ বিন হাম্বল

৩য় " " আবুল হাসান আসয়ারী ও আবু শরাহ

৪র্থ " " আবু ওবায়দুল্লাহ্ নিশাপুরী ও কাজী আবু বকর বাকলানী

৫ম " " ইমাম গাজ্জালী

৬ষ্ট " " সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী

৭ম " " খাজা মইনুদ্দিন চিশতি ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া

৮ম " " ইবনে হাজর আসকালানী ও হযরত সালেহ বিন ওমর

৯ম " " ইমাম সিউতী

১০ম " " ইমাম মোহাম্মদ তাহের গুজরাতী

১১শ " " শেখ আহমদ সরহন্দী মুজাদ্দেদ আলেফে সানী।

১২শ " " শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী

১৩শ " " সৈয়দ আহমদ বেরল্‌বী।

১৪শ " " মোজাদ্দেদে আযম মীর্যা গোলাম আহমদ

৫৭। প্রঃ- রসুল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যত বাণী অনুযায়ী বর্তমান জমানার ইমাম মাহদী কে ?

উঃ—হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)

৫৮। প্রঃ—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কত সনে জন্মগ্রহণ করেন।

উঃ—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী জুমার দিন।

৫৯। প্রঃ—তাঁহার পিতার এবং মাতার নাম কি ছিল ?

উঃ—পিতার নাম মীর্যা গোলাম মর্তোজা। মাতার নাম চেরাগবিবি।

৬০। প্রঃ—তাঁহার দাদার নাম কি ছিল ?

উঃ—মীর্যা আতা মোহাম্মাদ সাহেব।

৬১। প্রঃ—তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কি ছিল ?

উঃ মীর্যা গোলাম কাদের সাহেব।

৬২। প্রঃ -তিনি কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন ?

উঃ—পারশ্য বংশে।

৬৩। প্রঃ হযরত ইমাম মাহদীর নিকট সর্বপ্রথম এলহাম কি এবং কখন হইয়া ছিল ?

خدا تیرے اس فعل سے راضی ہوا اور وہ تجھے بہت برکت دیگا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیگے -

খোদা তেরে উছ ফেয়ল সে রাজী হুয়া। আউর ওহ তুঝে বহুত বরকত দেগা। ইহাঁ তাক কেহ বাদশাহ তেরে কাপড়োছে বরকত ঢুড়েঙ্গে।

উঃ—উক্ত এলহাম ১৮৬৯ সনে হইয়াছিল।

৬৪। প্রঃ—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) প্রথম বয়াত কোথায় এবং কোন সনে নেন ?

উঃ – লোধীয়ানা নামক স্থানে। ২৩শে মার্চ ১৮৮৯ সনে।

৬৫। প্রঃ – সর্বপ্রথম কে তাঁহার হাতে বয়াত গ্রহণ করেন?

উঃ—হযরত হাজী হেকীম নুরুদ্দিন সাহেব।

৬৬। প্রঃ—হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ)-এর মামুরিয়াতের প্রথম এলহাম কি এবং কখন হয়?

উঃ—

يا احمد بارك الله فيك ما رميت اذ رميت

و لكن الله رمى - الرحمان علم القران - لتنذر قوما

ما انذر اباؤهم و لتستبين سبيل المجرمين - قل انى

امرت و انا اول المؤمنين

অর্থাৎ—"হে আহমদ আল্লাতালা তোমাকে আশিস দিয়াছেন। স্নতরাং তুমি যে আঘাত ধর্মের সেবায় উদ্দেশ্যে বিরুদ্ধবাদীগণের উপর করিয়াছ, তাহা তুমি কর নাই; বরং আল্লাতালা করিয়াছেন। খোদা তোমাকে কোরআন করীমের জ্ঞান দান করিয়াছেন যাহাতে তুমি ঐ সকল লোককে সতর্ক কর, যাহাদের পূর্বপুরুষগণকে সতর্ক করা হয় নাই এবং যাহাতে অপরাধীদের পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। লোকদিগকে বল, খোদার তরফ হইতে আমাকে আদিষ্ট (মামুর) করা হইয়াছে এবং আমি সর্বপ্রথম ইমান আনিয়াছি।"

উঃ উক্ত এলহাম ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হয়

৬৭। প্রঃ – হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ) সর্ব প্রথম কোন পুস্তক লিখেন?

উঃ —বারাহীনে আহ্মদীয়া। ১৮৮০ সনে।

৬৮। প্রঃ – তাঁহার সর্বশেষ লিখিত পুস্তকের নাম কি?

উঃ—পয়গামে সুলাহ। ১৯০৮ সনে।

৬৯। প্রঃ – তাঁহার লিখিত পাঁচটি উর্দু পুস্তকের নাম কি?

উঃ—বারাহীনে আহমদীয়া। আইন্যায়ে কামালিয়াতে ইসলাম। চশমায়ে মারেফত। কিশতীয়ে নুহ। ইসলামী অসুল কি ফিলসফী।

৭০। প্রঃ—তাঁহার লিখিত তিনটি আরবী পুস্তকের নাম?

উঃ—মিনানুর রহমান। ইসতেফতা, নুরুল হক।

৭১। প্রঃ—জামাতের নাম কত সনে জামাতে আহমদীয়া রাখা হয়?

উঃ—১৯০১ সনে (আদমশুমারীর সময়)।

৭২। প্রঃ হযরত ইমাম মাহ্দীর তিন জন বিরুদ্ধবাদীর নাম, যাহারা তাঁহার ভবিষ্যত বাণী অনুযায়ী মারা যায়?

উঃ—লেখরাম ৬ই মার্চ ১৮৯৭ সনে। আলেকজাণ্ডার ডুই (আমেরিকান) ৯ই মার্চ ১৯০৭ সনে এবং আবদুল্লাহ্ আথম ১৯০৭ সনের জানুয়ারী মাসে মারা যায়।

৭৩। প্রঃ—মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর সঙ্গে দুইজন মুনাজেরা কারীর নাম।

উঃ – লেখরাম, মোঃ হোসেন বাটালবি।

৭৪। প্রঃ মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর একটি আরবী একটি উর্দু, একটি ইংরেজী এলহাম?

উঃ –

I shall give you a large party of Islam,

الخير كله فى القرآن

আল খায়রো কুল্লুহু ফিল কোরআন।

میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک

پہنچاؤں گا

মায় তেরী তবলিগ কো জমীন কে কিনারোঁ তক পোঁছাউঙ্গা।

৭৫।—প্রঃ—তাঁহার একটি ফারসী; একটি হিন্দী একটি পাঞ্জাবী এলহাম।

উঃ—ফারসী—

بخرام که وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں

بر منار بلند تر محکم افتاد

"আনন্দিত হও যে, তোমার বিজয় কাল নিকটে এবং মোহাম্মদীয়গণের পদ উচ্চতর মিনারায় সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করা হইয়াছে।

হিন্দী— গোলাম আহমদ কি জয়।

পাঞ্জাবী—যেতু মেরাহোরাহে সব জগতেরাহো।

৭৬। প্রঃ—জামাতে আহমদীয়ার সবচাইতে বড় কাজ কি?

উঃ—ত্রুশিবকে ভঙ্গ করা [ত্রিত্ববাদ খণ্ডন করা] এবং ইসলামের প্রচার করা।

৭৭। প্রঃ—মিনারাতুল মসিহ কত সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল?

উঃ—১৯০৩ সনে।

৭৮। প্রঃ—সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদিয়া কত সনে কায়েম করা হয়?

উঃ—১৯০৫ সালে

৭৯। প্রঃ—বেহেশতী মাকবেরার বুনিয়াদ কখন রাখা হইয়াছে?

উঃ—১৯০৫ সালে

৮০। প্রঃ—হযরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর সত্যতা অনুসারে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হয়?

উঃ—প্লেগ।

৮১। প্রঃ—তাঁহার সত্যতার লক্ষণে যে সকল নিশান জাহের হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে একটির নাম?

উঃ—একই চান্দ্র মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ।

৮২। প্রঃ—তাঁহার তিনজন জীবিত সাহাবীর নাম কি?

উঃ—কাজী আবদুল্লা সাহেব, কুদরতউল্লা সাহেব এবং মুখতার আহমদ শাহাজানপুরী।

৮৩। প্রঃ—তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ২টি শিক্ষাকেন্দ্রের নাম কি?

উঃ—জামেয়া আহ্‌মদীয়া কলেজ, ১৯০৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়; তালিমুল ইসলাম হাইস্কুল, ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮৪। প্রঃ—তিনি ইসলামের সত্যতা প্রকাশের জন্য কতটি পুস্তক লিখেন।

উঃ—প্রায় ৮০টি।

৮৫। প্রঃ—জামাতে আহ্‌মদিয়ার জলসা সালানা সর্বপ্রথম কবে হয় এবং কতজন মানুষ সামিল হইয়াছিলেন?

উঃ—১৮৯১ সনে। ৭৫ জন।

৮৬। জামাতে আহ্‌মদিয়ার ১৯৬৫ সালে যে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে কতজন মানুষ যোগদান করিয়াছিলেন?

উঃ—প্রায় ১ লক্ষ মানুষ।

৮৭। জামাতে আহ্‌মদিয়ার সর্ব প্রথম ২টি পত্রিকা কি ছিল?

উঃ—আল হাকাম এবং আল বদর।

৮৮। প্রঃ—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) কোথায় এবং কখন ওফাত পাইয়াছেন?

উঃ—লাহোরে, ১৯০৮ সালের ২৬শে মে।

৮৯। প্রঃ—জামাতে আহমদীয়ার প্রথম খলিফা কে ছিলেন?

উঃ—হযরত হেকিম হাজী নুরুদ্দীন সাহেব (রাজিঃ)

৯০। প্রঃ—তিনি কত সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং কোথায়?

উঃ—১৮৪১ সালে ভেরা নামক গ্রামে, জিলা সারগুদা?

৯১। প্রঃ—তিনি কত সনে খলিফা নির্বাচিত হন?

উঃ—২৭শে মার্চ, ১৯০৮ সালে?

৯২। প্রঃ—তাঁহার পিতার নাম কি ছিল?

উঃ—হযরত হাফেজ গোলাম রসুল সাহেব?

৯৩। প্রঃ—তাঁহার মাতার নাম কি?

উঃ—হযরত নুর বখত সাহেবা।

৯৪। প্রঃ—তাঁহার লিখিত দুইটি বইয়ের নাম কি?

উঃ—ফাসলুল খেতাব, নুরউদ্দীন

৯৫। প্রঃ—তিনি কত সনে মারা যান?

উঃ—১৩ই মার্চ ১৯১৪ সনে।

৯৬। প্রঃ—আহ্‌মদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলিফা কে নির্বাচিত হন?

উঃ—হযরত মীর্যা বসির উদ্দীন মাহমুদ আহ্‌মদ (রাজিঃ)।

৯৭। প্রঃ—তিনি কত সালে খেলাফত লাভ করেন?

উঃ—১৪ই মার্চ, ১৯১৪ সালে।

৯৮। প্রঃ—তিনি কত সালে জন্মগ্রহন করেন?

উঃ—১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী।

৯৯। প্রঃ—তাঁহার পিতার নাম কি?

উঃ—হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

১০০। প্রঃ—তাঁহার মাতার নাম কি?

উঃ—হযরত নুসরত জাহান বেগম

১০১। প্রঃ—তিনি কত সালে মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া কায়েম করেন?

উঃ—১৯৩৮ সালে

১০২। প্রঃ তিনি কত সালে তাহরীকে জদীদ কায়েম করেন।

উঃ—১৯৩৪ সালে

১০৩। প্রঃ তিনি কত সালে ওয়াকফে জদীদ কায়েম করেন?

উঃ—১৯৫৭ সালে।

১০৪। প্রঃ—তিনি লাজনা এমাউল্লাহ্‌ কত সালে প্রতিষ্ঠিত করেন।

উঃ—১৯২২ সালে

১০৫। প্রঃ তিনি মজলিশে মোশাওয়ারাত কত সালে কায়েম করেন।

উঃ—১৯২২ সালে

১০৬। প্রঃ—তিনি ভেকারে আমল কত সালে আরম্ভ করেন।

উঃ—২৯শে মে ১৯৪২ সালে

১০৭। প্রঃ—তিনি কত সালে কাশ্মীর কমিটির প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন?

উঃ—১৯৩১ সালে

১০৮। প্রঃ—তিনি কত সালে ওয়াকফে জিন্দিগীর তাহরীক জারী করেন?

উঃ—১৯১৮ সালে

১০৯। প্রঃ—তিনি কত সালে লণ্ডন সফর করেন?

উঃ—১৯২৪ সালে।

১১০। প্রঃ—তিনি কত সালে নুসরত গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন?

উঃ ১৯২৯ সালে।

১১১। প্রঃ—তিনি কত সালে মোসলেহ মাওউদ হইবার দাবী করেন?

উঃ—২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ সালে।

১১২। প্রঃ মোসলেহ মওউদ হইবার এলহামটি কি ছিল?

انا المسيح الموعود مثيلك و خليفتك

উঃ আনাল মসিহুল মওউদ মসিলুহু ওয়া খলিফাতুহু

১১৩। প্রঃ—তিনি কত সালে আল ফজল প্রকাশিত করেন?

উঃ—১৮ই জুন ১৯১৩ সালে।

১১৪। প্রঃ কাদিয়ান হইতে হিজরতের এলহাম কি ছিল?

উঃ—

ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد

১১৫। প্রঃ তিনি কত সালে কাদিয়ান হইতে হিজরত করেন?

উঃ—১৯৪৭ সালে

১১৬। প্রঃ—তিনি কত সালে রাবওয়াতে কেন্দ্র স্থাপন করেন?

উঃ—২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ সালে

১১৭। প্রঃ—তিনি কোন তিনজন আলেমকে খালেদ উপাধী দেন?

উঃ—মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবকে, মৌঃ জালালুদ্দীন শামস সাহেব মরহুমকে, মৌলানা আবদুর রহমান সাহেব মরহুমকে।

১১৮। প্রঃ—ইউরোপের কোথায় এবং কত সনে তিনি প্রথম মসজিদ কায়েম করেন?

উঃ—১৯২৪ সালে, লণ্ডনে।

১১৯। প্রঃ—আমেরিকার সর্বপ্রথম মোবাল্লেগ কে ছিলেন?

উঃ—হযরত মুফতি মোহাম্মাদ সাদেক সাহেব (রাজিঃ)

১২০। প্রঃ—ইন্দোনেশীয়ায় সর্বপ্রথম মোবাল্লেগ কে গিয়াছিলেন?

উঃ—হযরত রহমত আলী সাহেব (রাজিঃ)

১২১। প্রঃ—পশ্চিম আফ্রিকায় প্রথম মিশনারী কে গিয়াছিলেন?

উঃ—হযরত আবদুর রহীম নায়ার সাহেব (রাজিঃ) (১৯১৭ সালে)।

১২২। প্রঃ খলিফা সানী (রাজিঃ)-এর এলহামী নাম কি?

উঃ—ফজলে ওমর, ফজল এবং মাহ্‌মুদ

১২৩। প্রঃ—তাঁহার কোরআনের তফসীর কি নামে অভিহিত?

উঃ—তফসীরে কবীর

১২৪। প্রঃ—তাহরীকে জদীদ দ্বারা বিদেশে কতটি মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছে?

উঃ—প্রায় ৩৬০টি

১২৫। প্রঃ—বিদেশে কতগুলি মিশন কায়েম করা হইয়াছে?

উঃ—প্রায় ৬৫টি

১২৬। প্রঃ—বিদেশে কতগুলি স্কুল কলেজ বানানো হইয়াছে?

উঃ—প্রায় ৫০টি

১২৭। প্রঃ—কত ভাষায় কোরআনের তরজমা করা হইয়াছে!

উঃ—প্রায় ১৮টি

১২৮। প্রঃ—জামাতের পক্ষ হইতে কতগুলি পত্রিকা বিদেশ হইতে প্রকাশিত হয়?

উঃ—প্রায় ২১টি

১২৯। প্রঃ—রাবওয়াতে কতটি মসজীদ নির্মান করা হইয়াছে?

উঃ—প্রায় ২০টি

১৩০। প্রঃ—রাবওয়ার জামে মসজিদের নাম কি?

উঃ—মসজিদে মোবারক

১৩১। প্রঃ—রাবওয়ার লোক সংখ্যা কত?

উঃ—প্রায় ১৫ হাজার

১৩২। প্রঃ—রাবওয়া হইতে প্রকাশিত বিশিষ্ট পত্রিকার নাম?

উঃ—আল বুশরা, আল্ ফুরকান, রিভিউ-অব রিলিজিয়ন্স

১৩৩। প্রঃ—হযরত খলিফা সানী (রাঃ) জামাতের মেম্বারগণকে কোন চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন?

উঃ—আনসারুল্লাহ, খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, আতফালুল আহ্‌মদীয়া এবং লাজনা এমাউল্লাহ্

১৩৪। প্রঃ—আনসারুল্লার পক্ষ হইতে প্রকাশিত পত্রিকার নাম কি?

উঃ—আনসারুল্লাহ

১৩৫। প্রঃ—খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে প্রকাশিত পত্রিকার নাম কি?

উঃ—খালেদ

১৩৬। ঃ—আতফালুল আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে প্রকাশিত পত্রিকার নাম?

উঃ—তসহিজুল আজহান

১৩৭। প্রঃ—লাজনা এমাউল্লার পক্ষ হইতে প্রকাশিত পত্রিকার নাম কি?

উঃ—মিস্‌বাহ

১৩৮। প্রঃ—জামাতে আহ্‌মদীয়ার মুফতীর নাম কি?

উঃ—মুফতি মালেক সাইফুর রহমান সাহেব।

১৩৯। প্রঃ—জামাতে আহ্‌মদীয়ার ইতিহাস লিখকের নাম কি?

উঃ—মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ সাহেব

১৪০। প্রঃ—হযরত খলিফা সানী (রাঃ) কত সনে মারা যান?

উঃ—৮ই নভেম্বর, সোমবার ১৯৬৫ সালে।

১৪১। প্রঃ—তিনি কত বৎসর পর্যন্ত খেলাফত পরিচালনা করেন।

উঃ—প্রায় ৫২ বৎসর।

১৪২। প্রঃ—তাঁহার স্মরনার্থে যে ফাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার নাম কি?

উঃ—ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন।

(ক্রমশঃ)

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 16·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The Economic strucure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	লিখক—আহমদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	" "
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	" "
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	" "
৫।	হোশান্না	" "
৬।	ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব	" "
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	" "
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	" "
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	" "
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	" "

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
Fo the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.